বিশ্ব-সাহিত্য

লেখক পরিচিতি ঃ—উইলিয়াম সোমারসেট মম-এর জন্ম হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিনগরীতে। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্যারিসেই মমকে থাকতে হয়, তারপর ইংলণ্ডে এসে ক্যান্টারবারির কিংস্ স্কুলে প্রবেশ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য পরবর্তীকালে তাঁকে যেতে হয়েছিল হিডেলবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, সেখানে অধ্যয়ন করেন চিকিৎসা বিজ্ঞান। ডাক্তার হওয়ারই অভিপ্রায় ছিল গোড়া থেকে। কিন্তু মাত্র তেইশ বছর বয়সে লিখিত তাঁর প্রথম উপন্যাস "লিজা অব ল্যামবেথ" যখন অসামান্য সাফল্যে মণ্ডিত হ'ল ১৮৯৭-এ, মম নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন—জীবনটা তিনি সাহিত্য সাধনাতেই নিয়োগ করবেন। সেই থেকে শুরু ক'রে সুদীর্ঘ সোত্তর বৎসরকাল তাঁর অক্লান্ত লেখনী থেকে কত যে উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা (আত্ম সমালোচনাও) জলস্রোতের মত অবিরল ধারায় নিঃসৃত হয়েছে তার হিসাব করাই কঠিন। দেশ-বিদেশে অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী এই মহাজীবনের অবসান ঘটে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে।
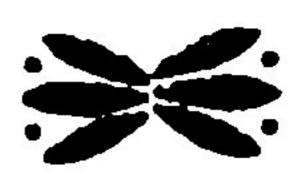
হনুলুলু যাব, এমন প্রত্যাশা কোনদিন করিনি। কেন করব? ইউরোপ থেকে বহু—বহু দূরে। সান্-ফ্রান্সিস্কো থেকেও দীর্ঘদিনের পথ। কী করতে যাব সেখানে?

কিন্তু গেলাম একদিন। গিয়ে সেইসব জিনিসই দেখলাম, ওখানে যা দেখবার প্রত্যাশা করিনি। দেখলাম, পুরোদস্তুর পাশ্চাত্য শহর একটি, যার রাস্তায় রাস্তায় দুখানা বাড়ি বাদে বাদেই একটা করে ব্যাঙ্ক। আর চার-খানা বাড়ি বাদে বাদেই একটা ক'রে জাহাজ কোম্পানির অফিস। সেই পীচঢালা চওড়া রাস্তায় ফোর্ড, বুইক, প্যাকার্ড গাড়ির মিছিল, সেই প্রাসাদপুরীর পিছনেই কুলির বস্তি, সেই বন্দর এলেকায় হোটেলে হোটেলে দুনিয়ার যাবতীয় দেশের নাবিক সমাগম। হৈ-হল্লা, মদ আর মেয়ে নিয়ে বেলেল্লাপনা। এসব তো বাড়ি ব'সেই দেখতে পাওয়া যেত! দেখেছিও বাড়িতে ব'সেই। এর জন্যে হনুলুলু কেন আসতে হবে?

হনলুলুর যাদুকরী

[সোমারসেট মম-এর "হনুলুলু" অবলম্বনে]

— শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা —

এক বন্ধু দিয়েছিলেন পরিচয়পত্র, উইণ্টার নামে এক ভদ্রলোকের নামে। বয়স হবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, মাথায় চুল বড়-একটা নেই, তবে যে কয়টা আছে, তাদের রং এখনো কালো। মুখখানা সরু-পানা, নাকমুখ চোখা-

চেখা। প্রকাণ্ড শেল-চশমার দরুন একটু গাম্ভীর্য আসবার কথা ছিল সে-মুখে, কিন্তু চশমার আড়াল থেকে দু'টি চক্ষু এমন পিটপিট করছে সারাক্ষণ যে তা দেখলেই হাসি পায়। লম্বাই বলতে হবে লোকটিকে, একান্ত একহারা চেহারা। হনুলুলুতেই জন্ম, বাপের ছিল মস্ত দোকান, হোসিয়ারীর এবং আরও কী কী সব জিনিসের, যা শৌখিন ধনীদের হামেসাই দরকার হয়।

ব্যবসাতে পয়সা ছিল, কিন্তু ভূতে কিলোলে মানুষের যা হয়, তাই হয়েছিল উইণ্টারের, "ওসব আমার দ্বারা হবে না" ব'লে বাপকে ক'রে দিল গুডমর্ণিং, তারপর নিউইয়র্কে গিয়ে ভর্তি হ'ল থিয়েটারে। বিশ বছর সেখানে কাটা সৈনিক এবং ঝাড়নধারী ভৃত্য সাজল পরম অধ্যবসায়ের সংগে। তারপর, সম্ভবতঃ কিলোতে কিলোতে ভূতেরা শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিয়েছিল ব'লেই, ধুত্তোর ব'লে সে ফিরে এল হনুলুলুতে, বাপের ব্যবসা তখনও বজায় আছে, ঢুকে পড়ল তাইতে। বেশ আছে সেই থেকে, গল্‌ফের মাঠ ঘেঁষেই মস্ত বাড়ি তার, সে-বাড়ির সামনে মোতায়েন মস্ত গাড়ি তার, সেই গাড়িতে আমায় চড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়ল শহর দেখাতে। একটা জমকালো অট্টালিকা দেখিয়ে বলল—"ঐ হ'ল স্টাবস্‌দের বাড়ি"।

"কী করেন স্টাবস্‌রা?"

"কী আর করবেন? ঠাকুর্দা এদেশে এসেছিলেন মিশনারি হয়ে, পয়সা ক'রে গিয়েছেন অঢেল। শুনলে অবাক্ হবেন, হনুলুলুর যাবতীয় বড়লোকই, হয় কোন ভূতপূর্ব মিশনারির ছেলে, নয় ত ভূতপূর্ব মিশনারির নাতি। এদেশে তখন ছিল কানাকা রাজা, সে রাজার জ্ঞানবুদ্ধি না থাকুক, কৃতজ্ঞতা ছিল। বহু দূরের দেশ থেকে সাদা মিশনারী এসেছে কনাকা জাতকে অন্ধকার থেকে আলোকে পৌঁছে দেবার জন্য, তাদের যথোচিত পুরস্কার না দিলে চলে কখনো? এক একজন মিশনারীকে বলতে গেলে এক একটা রাজ্যখণ্ড লিখে দিয়েছিল রাজা। এখন সে রাজার বংশধরেরা পথের ফকির, মিশনারির বংশধরেরা ধনকুবের।"

হঠাৎ উইণ্টার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল, তারপর হাত তুলে কানের কাছে ধরল ঘড়িটা, তারপর চেঁচিয়ে উঠল—"যাঃ, বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার একটা রীতি আছে, ঘড়ি বন্ধ হলেই আমি ককটেল খাই একটা। আপত্তি আছে আপনার?"

"না, আপত্তি আর কী!"

"ইউনিয়ন সেলুনে যান নি বোধ হয়? চলুন, দেখিয়ে আনি।"

নামটা আগেই শোনা ছিল—ঐ ইউনিয়ন সেলুনের। বিখ্যাত জায়গা ওটা হনুলুলুর। একটা কানা গলির ভিতরে। একেবারে শেষ মাথায়। কানা গলি বটে, তা-হলেও প্রশস্ত আর পরিচ্ছন্ন। দু'ধারে সারি সারি অফিস। তাতে ক'রে সেলুনের খরিদ্দারদেরই সুবিধে হয়েছে খুব। যাচ্ছি সেলুনে, লোকে ভাবছে কোন অফিসে যাচ্ছি বিষয়-কর্ম উপলক্ষে। সুবিধে নয়?

সেলুনের ঘরটা বিশাল। এ মাথা থেকে ও মাথা টানা কাউণ্টার। দুই কোণে দু'টো ঘেরা খুপরি। জনশ্রুতি—কানাকাদের রাজা কালাকুয়া যখন বেঁচে ছিলেন, এখানে এসে মদ খেতেন ঐ খুপরিতে ব'সে। কাউণ্টারে ভিড় করেছে যে প্রজারা, তারা টেরও পেতো না যে পংক্তিভোজনে যোগ না দিলেও তাদের রাজা বিলিতী অমৃতের পুরো বখরা নিচ্ছেন চুপিসাড়ে।

সেলুনে সোনা-বাঁধানো ফ্রেমে কালাকুয়ার ছবি ঝুলছে একখানা। তার উল্‌টো দিকে ঝুলছে রানী ভিক্টো-রিয়ারও। হঠাৎ মনে হ'ল, সেলুনটা এখনও কালাকুয়া-ভিক্টোরিয়ার যুগেই রয়ে গিয়েছে। অদূরে ঐ মোটর ঘর্ঘরে মুখর রাজপথে যে যুগের আবহাওয়া বইছে, এখান-কার আবহাওয়া তার চাইতে দুই পুরুষ আগেকার। লোক গিজগিজ করছে সেলুনে। তাদের চালচলনে আধুনিক যুগের বাস্তব-সচেতনতা কমই দেখছি। সবাইয়ের চোখ যেন প্রায় আধবোজা, যেন জনে জনে এক একটা মূর্তিমান লোটাসঈটার, "ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে"।

গিজগিজ করছে লোক। উইণ্টার তাদের অর্ধেককেই চেনে দেখছি। একজন ত তাকে নাম ধ'রেই হাঁক দিল—"আরে, এদিকে এসো হে, অনেকদিন তোমার সঙ্গে গেলাস ঠোকাঠুকি হয়নি।"

তাকিয়ে দেখলাম—বেঁটে মোটা চশমা-পরা একটা লোক। একা দাঁড়িয়েই গেলাসের প্রতীক্ষা করছে। উইণ্টার এদিকে বলছে—"খরচা কিন্তু আমার কাপ্তেন!" তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—"আসুন, কাপ্তেন বাটলারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আপনার।" করলাম কাপ্তেনের সঙ্গে কর-মর্দন, কথাও কইলাম দুই একটা, কিন্তু আমার মনোযোগ পড়েছিল গোটা ভিড়টার উপরে, বিশেষ করে কাপ্তেনকে আলাদা লক্ষ্য করার কথা মনে হয় নি।

মোটরে উঠে উইণ্টার বলল—"বাটলারের সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেল, ভালই হ'ল। লোকটিকে কেমন লাগল?"

"কেমন আবার লাগবে? ভাল ক'রে লক্ষ্যই করি নি—"

উইণ্টার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—"আপনি অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন?"

একটু হাসলাম—"খুব যে করি, তা নয়।"

"বছর দুই আগে বাটলারের জীবনে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। শুনবেন ঘটনাটা তার মুখ থেকে?"

"কী রকম ব্যাপার?"

সোজা উত্তর না দিয়ে আবোল তাবোল জবাব দিল উইণ্টার—"ব'লে বোঝানো শক্ত। কিন্তু ঘটনাগুলো ঠিকই ঘটেছিল। আগ্রহ আছে ওসবে?"

"কোন্ সবে?"

"মন্তর-তন্তর—যাদু—"

"এমন লোক একজনও দেখিনি আমি, ওসবে যার আগ্রহ নেই—"

উইণ্টার ভাবল একটুখানি—তারপর বলল—"আমার মুখ থেকে আপনার না শোনাই ভাল। চলুন, সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে বাটলারের স্টীমারে নিয়ে যাই। কোন কাজের ক্ষতি হবে না ত আপনার?"

"কাজ আমার কিছু নেই আজ সন্ধ্যাবেলায়—"

স্টীমারেতেই বাটলারকে খবর দিল উইণ্টার। সন্ধ্যায় জেটিতে গিয়ে দেখি বাটলার ডিঙিগ পাঠিয়েছে আমাদের স্টীমারে নিয়ে যাবার জন্য। একটু দূরেই নোঙ্গর করা আছে জলযানটা, বলতে গেলে বন্দর এলেকার শেষ প্রান্তে একেবারে। ডিঙিগতে যেতে যেতে বাটলারের ইতিহাস খানিকটা আমায় শোনালো উইণ্টার। লোকটা প্রশান্ত মহাসাগরেই জীবন কাটিয়েছে। আগে ছিল কালিফোর্নিয়া উপকূলের যাত্রী স্টীমারের কাপ্তেন। একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় একবার, স্টীমার ডুবি হয়ে মারা যায় অনেক যাত্রী। চাকরি ও চাকরি চ'লে যায় বাটলারের। তারপর থেকে ও কাজ করছে এক চীনা মহাজনের স্টীমারে। কাপ্তেন পদই পেয়েছে, তবে সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে গিয়েছিল ব'লে মাইনে নিতে হচ্ছে কম। এখন ও স্টীমার নিয়ে হনলুলু বন্দরের দ্বীপগুলোতে মাল চালাচালি করে, হেডকোয়ার্টার হনলুলুতেই।

উইণ্টারের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডিঙিগ এসে স্টীমারের গায়ে লাগল। আমরা উঠে গেলাম ঝোলানো সিঁড়ি দিয়ে। উঠতে উঠতেই শুনতে পেলাম ইউকুলিলের [illegible] চার-তারওয়ালা গীটার একরকম। এ মুলুকে ওর [illegible] আমদানি করে পর্তুগীজরা।

আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ইউকুলিল বাজায় কে?"

"দেখতেই পাবেন"—ব'লে হাসল উইণ্টার।

পেলাম দেখতে। কেবিনে শুয়ে প'ড়ে আছে বাটলার, তার গায়ের উপর হেলান দিয়ে ব'সে গীটার বাজাচ্ছে এক সুন্দরী যুবতী, হাওয়াই অঞ্চলের মাপকাঠিতেই শুধু নয়, মেয়েটা যে-কোন দেশের মাপকাঠিতে সুন্দরী নাম পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আমাদের দেখে বাটলার কিছুমাত্র লজ্জা পলো না। উঠবার চেষ্টাও করল না। এমন কি, মেয়েটাকেও ন'ড়ে বসতে বলল না একটু। পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ বজায় রেখেই ডাকল বাবুর্চিকে "কফি লাও" ব'লে।

এস্থানে হঠাৎ সুন্দরী রমণী দেখে যত-না বিস্মিত হয়েছিলাম, তার চেয়ে চারগুণ বিস্মিত হতে হ'ল একটা হতকুচ্ছিৎ চীনাকে কফি নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে। সে যে কী বীভৎস মূর্তি একখানা, বর্ণনা করাই দুঃসাধ্য। অত্যন্ত বেঁটে, কিন্তু মজবুদ খুব। খুঁড়িয়ে হাঁটে। পরনের পেণ্টালুন কোন এক সময় সাদা ছিল বোধ হয়। এখন তা সাদা আর বাদামীর মাঝের একটা রংয়ে দাঁড়িয়েছে, পোঁচের পরে পোঁচ ময়লা জ'মে জ'মে। মুখখানা চৌকো, নাক নেই, ফুটো দু'টো আছে। সবার উপরে চেকনাই বেরিয়েছে ঠোঁটে। উপর ঠোঁট কাটা, সোনায় সোহাগা, এই মূর্তিমান এ্যাপোলোটি গন্নাকাটা আবার।

কফি রেখে এই চলমান বিভীষিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যখন, সত্যি বলতে কী, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। তখন কফি খেতে খেতে বাটলার শুরু করল তার গল্প। সেই গল্প শুনতেই যে আমার আগমন, তা আগেই নিশ্চয় তাকে ব'লে রেখেছিল উইণ্টার।

যে-ভাষায় গল্পটা এখানে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, পাঠক-পাঠিকা যেন ভাববেন না যে সেটা বাটলারেরই ভাষা। যে-জবান তার শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, তা যেমন ব্যাকরণ দোষে কণ্টকিত, তেমনি শ্লীলতাবর্জিত। আদিরসাত্মক বুকনি না দিয়ে একটাও বাক্য গঠনের শক্তি তার আছে ব'লে আমার ত মনে হয়নি। না, ভাষা তার নয়, তার কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম তা একটা শুকনো কাঠামো মাত্র, তার উপর প্রতিমা রচনা এবং অলঙ্করণ যা কিছু, তার সব দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে এই অধমকেই।

কথাটা তাহলে এই।

নানা দ্বীপে ঘুরে বেড়ায় বাটলার, একটা দ্বীপে আলাপ হ'ল স্থানীয় এক কানাকা চাষীর সঙ্গে। বাটলারকে সে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। সেখানে বাটলারের আলাপ করিয়ে দিল নিজের মেয়ের সঙ্গে।

বিস্মিত হতে হ'ল একটা হতকুচ্ছিৎ চীনাকে কফি নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে।

মেয়েটি যুবতী, সুন্দরী। আলাপ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, মেয়েটা বেচে দেওয়া বাটলারের কাছে। বাটলার এক কথায় রাজী, কারণ রূপ ও যৌবন দু'টোই আছে মেয়েটার।

দাম ঠিক ক'রে, নগদ মূল্য বাপকে বুঝিয়ে দিয়ে, মেয়েটিকে নিয়ে স্টীমারে এসে উঠল বাটলার। পা যেন তার আর পাটাতন স্পর্শ করছে না, সে যেন হাওয়ায় উড়ছে, এই পরীকে অংকশায়িনী করতে পেরে। মেয়েটাও সত্যিই দারুণ ম'জে গিয়েছে। তার ভাবে ভংগীতে বাটলার নিঃসন্দেহ হ'ল যে পিয়ারী তাকে সত্যি সত্যিই ভালবেসেছে, দারুণ রকমে ভালবেসেছে।

স্টীমারের জীবন যেন স্বর্গসুখে পূর্ণ হয়ে উঠল বাটলারের পক্ষে।

সে কি তখন জানত যে এ-স্বর্গে শয়তান ঢুকেছে মেট-মূর্তি ধারণ ক'রে?

মেটটা ঐ দেশেরই লোক, যদিও নিজের নাম সে নিজেই রেখেছে হুইলার। কিন্তু হুইলার ব'লে তাকে ডাকে না কেউ, ডাকে ব্যানানাস ব'লে। ব্যানানাস, যার সরলার্থ কলার কাঁদি। কী ক'রে যে এমন অদ্ভুত নাম জুটে গেল ওর ভাগ্যে, তা বলতে পারে না কেউ। ও নিজে হয়ত জানে, কিন্তু বলে না কাউকে।

লম্বা চওড়া লোক এই ব্যানানাস, যৌবন আর নেই দেহে, কিন্তু দেহে সামর্থ্য এখনও যথেষ্ট। অত্যন্ত গোমড়া-মুখো লোক, তাতে চোখ ট্যারা হওয়ার দরুন ওর গোটা চেহারাটাতেই এক শয়তানী ছাপ পড়েছে পাকা পোক্ত ভাবে। কিন্তু এক গুণে সে বাটলারের প্রিয়, লোকটা দক্ষ নাবিক।

এখন হয়েছে কি একদিন, স্টীমার বেঁধে রয়েছে এক ছোট দ্বীপের বন্দরে, কাপ্তেন উঠেছে ডাঙগায়। ফিরবার কথা যখন, ফিরল তার দুই ঘণ্টা আগে, কারণ যে-কাজে গিয়েছিল, পৌঁছোবার পরে দেখল যে সেদিন তা হওয়ার কোন আশা নেই।

দুই ঘণ্টা আগে ফিরল, স্টীমারে উঠে দেখল—এক তাজ্জব ব্যাপার। কেবিনের দরোজা ভিতর থেকে বন্ধ, বাইরে থেকে সেই দরোজায় ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে ব্যানানাস, আর চিল্লাচ্ছে—"খোল্ বেটি খোল্, নইলে খুন করব তোকে।"

আরও তাজ্জব! কেবিনের ধারে কাছে একটাও লোক নেই।

কাপ্তেনের বুঝতে বাকী রইল না কিছুই। দেয়ালের একটা বিশেষ জায়গায় হাঙগরের চামড়ার চাবুক ঝোলানো থাকে বরাবর, সেইটে টেনে নিয়ে সে বজ্রনাদে ডাকল "ব্যানানাস্"—

সঙ্গে সঙ্গে ব্যানানাস ফিরে দাঁড়াল, আর ঝড়াক্ ক'রে দরোজা খুলে কাপ্তেনের পিয়ারী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাপ্তেনের বুকে—"ব্যানানাস আমায়—আমায়"

আর বলতে হ'ল না, হাঙগরের চামড়ার চাবুক একেবারে দুই ফাঁক ক'রে চিরে ফেলল ব্যানানাসের মুখখানা, একটি আঘাতেই।

ব্যানানাসকে কিন্তু তাড়িয়ে দিল না বাটলার। যদিও

[illegible] একে বারবার বলেছিল তাড়িয়ে দিতে—"ওকে [illegible] ভয়ানক ক্ষতি করবে ও। এদেশের লোক তুকতাক [illegible] জানে আমি এদেশের মেয়ে, আমি দেখেছি—সে-[illegible]"

[illegible] কিন্তু কিছুতেই রাজী নয় ওকে ছাড়াতে। [illegible] চৌকোশ মেট আমি সহজে পাব না আর একটি। [illegible] যদি দু'দিন অসুখই করে, কাজ চালাবে [illegible]

[illegible]নানাস র'য়ে গেল, কাজ করতে থাকল। চাবুকের [illegible] যেন সে ভুলেই গিয়েছে, ভাবখানা দেখাতে লাগল এই রকমই। তারপর, ওমার্সি দ্বীপে যখন স্টীমার ভিড়ল, [illegible]দিনের ছুটি নিয়ে ডাঙায় গেল—"এখানে আমার মামা [illegible], দেখে আসি একবার।"

মামার সঙ্গে দেখা ক'রে ব্যানানাসও স্টীমারে এসে উঠল, [illegible]লারও অসুখে পড়ল। প্রথম প্রথম এমন বেশী কিছু [illegible] চোখ জ্বালা করছে, ক্ষিদে নেই, রাতে ঘুম হলেও [illegible] দেহটা লাগছে দারুণ অবসন্ন—

অসুখ এমন বেশী কিছু নয়, কিন্তু পিয়ারী এতেই ভয় পেয়ে গেল ভয়ানক রকম। "এখনও ব্যানানাসকে বিদায় [illegible]। ও তোমাকে জাদু করেছে। মেরে ফেলবে তোমাকে।"

বাটলার হেসে উড়িয়ে দেয়। "তোমাদের ওসব কু-সংস্কারে বিশ্বাস করলে কি ইংরেজ জাত পৃথিবী শাসন করতে পারত? এই ত যাচ্ছি হনুলুলুতে, ডাক্তার ডেনবির ওষুধ এক বোতল খেলেই সব অসুখবিসুখ বাপ্ বাপ্ ক'রে পালাবে।"

ভিড়ল স্টীমার হনুলুলুতে, ডাকা হ'ল ডাক্তার ডেনবিকে। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন নানা রকমে, তার-পর মুখটি চুন ক'রে বললেন—"না হে কাপ্তেন, তোমার [illegible] অসুখ ত আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। অথচ তুমি [illegible] গিয়েছ, জীবনীশক্তি তোমার ক'মে গিয়েছে ভয়ানক রকম, তাও ত চোখেই দেখছি। এ অবস্থায় আমি যে কী করব, তা ত বুঝতে পারছিনে। তুমি এক কাজ করবে? হাস-[illegible] এসে থাকো দুই তিন হপ্তা। তাহলে আমরা [illegible] রকমভাবে পরীক্ষা করতে পারব তোমাকে, অসুখ যদি [illegible] থাকে, পারবই ধরতে।"

এতে আবার নারাজ বাটলার। স্টীমার ছেড়ে হাস-[illegible] গেলে, চীনে মালিক কি স্টীমার জেটিতে বেঁধে [illegible] সে অন্য কাপ্তেন ঠিক ক'রে স্টীমার দরিয়ায় [illegible] দেবে পত্রপাঠ।

ডেনবি আর কী করবেন! কিছু ফল হবে না জেনেও ওষুধ লিখে দিলেন দুই তিন রকম, তারপর বিদায় নিলেন মাথা নীচু ক'রে।

স্টীমার আবার ভাসল দরিয়ায়, হপ্তাখানেকের মধ্যে বাটলার পেঁছে গেল যমের বাড়ির দরোজায়। স্টীমার সুদ্ধ লোক বুঝতে পেরেছে—কাপ্তেনের আয়ু আর দুই চা'র দিনের বেশী নয়।

আর স্টীমার সুদ্ধ লোক মুচকি হাসছে এক অতি-তাজ্জব ব্যাপার দেখে। কাপ্তেনের অতি সাধের পিয়ারী, যার জন্য ব্যানানাসের মুখটা দুই ফাঁক হয়ে গিয়েছিল চাবুকের ঘায়ে, সেই পিয়ারী আজকাল দারুণ ন্যাওটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যানানাসের। "আখের গুছিয়ে নিচ্ছে বেটি"—বলাবলি করছে নাবিকেরা "কাপ্তেন মরলে ব্যানানাসই ত হবে কাপ্তেন! অন্ততঃ অস্থায়ীভাবে ত হবেই! এবার-কার চক্কোর শেষ ক'রে স্টীমার যখন হনুলুলুতে ফিরবে, নতুন কাপ্তেন যদি বহাল হয়ই ত হবে তখন। ততদিন? ঐ ব্যানানাসের ঘাড়ে ভর না ক'রে সুন্দরী যান কোথায়?"

বাস্তবিকই আজকাল ব্যানানাসকে উত্তরোত্তর বেশী বেশী আস্কারা দিয়ে যাচ্ছে পিয়ারী। অবশেষে একদিন, নিরিবিলিতে ব্যানানাস যখন তাকে জাপটে ধরল, সে তিলার্ধ বাধা দিল না তাকে, উল্টে হাত বাড়িয়ে গলাই জড়িয়ে ধরল তার। তারপর আর কী! সারা রাত ব্যানানাসের অঙ্কে সে বিরাজ করল পরমানন্দে। ব্যানানাসের সঙ্গে বন্দোবস্ত তার পাকা। কাপ্তেন মরলে ব্যানানাসই ত হচ্ছে কাপ্তেন। পিয়ারী তখন ব্যানানাসেরই পিয়ারী হয়ে যাবে। থাকবে এই স্টীমারেই। কার কী বলার আছে তাতে? সে ত আর বাটলারের বিয়ে করা বৌ নয়!

ব্যানানাস মুগ্ধ, গদগদ।

রাত কাটল প্রেমানন্দে। ভোরবেলায় জানালা খুলে দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে পিয়ারী। আয়না নেই, জল আছে ক্যালাবাস-কুমড়োর খোলে। জল এখন স্থির, তাইতে মুখ দেখছে পিয়ারী, হঠাৎ ব'লে উঠল—"ও ভাই, ক্যালাবাসের ভিতর এটা চকচক করে কী?"

চকচক করে? সোনাদানা না কি? দেখবার জন্য উঠে এল ব্যানানাস, পিয়ারী স'রে বসল, ব্যানানাস মুখ বাড়িয়ে দিল ক্যালাবাসের উপর। তার মুখের ছায়া পড়েছে জলে।

আর তক্ষুণি হঠাৎ হাতের এক ধাক্কায় ক্যালাবাসটা ভয়ানক নাড়িয়ে দিল পিয়ারী। জল উঠল ছল্‌কে, ব্যানা-নাসের মুখের ছায়া চকিতে চুরচুর! আঁ-আঁ-আঁ ক'রে একটা মরণ-আর্তনাদে ডুকরে উঠল ব্যানানাস, একবার হিংস্র

দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল পিয়ারীর দিকে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবার শক্তি আর তার হ'ল না। বজ্রাহতের মত সে লুটিয়ে পড়ল ক্যালাবাসের পাশে। দেহ তার নিষ্প্রাণ তখন।

পিয়ারী ছুটে গিয়েছে তখন বাটলারের কাছে। বাটলার তখন উঠে বসেছে বিছানায়, মুখে তার নবজীবনের আলো। "আমার যেন কোন অসুখই নেই আর"—বলল সে।

"থাকবে না অসুখ"—বলল পিয়ারী—"যে তোমাকে মেরে ফেলছিল, সে নিজেই মরেছে। হতভাগা জাদু শিখে এসেছিল মামার কাছ থেকে। কিন্তু মামা একথা তাকে ব'লে দেয়নি যে স্থির জলে মুখের ছায়া যদি হঠাৎ ছিঁড়ে যায়, তাহ'লে হৃৎপিণ্ডটাও বুকের ভিতর ছিঁড়ে যায় তক্ষুণি। ও তা জানত না, কিন্তু আমি জানতাম। আমার পিসী ছিল জাদুকরী, কিছু কিছু আমায় শিখিয়েছিল সে। তোমায় শুধু একটি কাজ করতে হবে এখন, একটা গন্নাকাটা লোক সারাক্ষণ রাখতে হবে সমুখে। তাহলে কোন জাদু আর স্পর্শ করবে না তোমায়।"

—শেষ—

—পুজোয় আমার বেশী কিছু চাই না। শুধু যেগুলো না হলে নয়, সেগুলোই আমি এই ফর্দতে লিখে দিয়েছি। এ কটা জিনিস তুমি নিশ্চয় কিনে দিতে পারবে?

সুড়সুড়ি—

একদিন জু গার্ডেনে একটি সুন্দরী তরুণীর উটের পিঠে চড়ে বেড়াবার ইচ্ছা হয়। উটের রক্ষক অনেক চেষ্টা করেও উটকে নড়াতে পারে না। তখন তরুণীর মনে হয়, তার কিছু করা উচিত।

হঠাৎ উটটা ছুটে পালিয়ে যায়।

বিস্মিত হয়ে রক্ষক তরুণীকে প্রশ্ন করে, কি করলেন যাতে উটটা ছুটে পালাল?

তরুণী—ওর গলায় সুড়সুড়ি দিয়েছিলাম।

তাই শুনে নিজের গলাটা লম্বা করে বাড়িয়ে রক্ষক বলে, ওকে ধরে আনবার জন্যে আমার গলায় সুড়সুড়ি দিন।